দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 JUL 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষায় প্রাইভেট কোচিং

আমাদের শিক্ষায় প্রাইভেট কোচিং নিষিদ্ধ করার পক্ষে গত ২৮-৬-৯৩ তারিখে দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধের জন্য ধন্যবাদ। প্রাইভেট কোচিং নিষিদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তবে তা নিষিদ্ধ করার আগে যে কারণে এ প্রথা প্রসার লাভ করেছে তা চিহ্নিত করে নিরসনের ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

কি কারণে এ প্রথা প্রসার লাভ করেছে তার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে গত ১২-৬-৯৩ তারিখে বিটিভির "অভিমত" অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের বক্তব্যে। তিনি বলেছেন, "আমাদের শিক্ষা বর্তমানে একটি ব্যবসায়িক কালচার।" অর্থাৎ শিক্ষাও বর্তমানে একটি ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। আর একারণেই প্রাইভেট কোচিং প্রসার লাভ করেছে। সুতরাং এর কারণ নিরসন না করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে অন্যান্য ব্যবসায়ের মতো এখানেও ব্লাক মার্কেটিং শুরু হবে। তখন ভোক্তাদের হতে হবে সর্বস্বান্ত এবং ব্যবসায়ীদের হবে পোয়া বারো।

উক্ত অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম আরও বলেছেন, "শিক্ষায় কোচিং প্রথা একটি রোগের লক্ষণ।" কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, "রোগের লক্ষণ" শুধু নয়। পুরোপুরি এ একটি জটিল রোগ। উক্ত অনুষ্ঠানে তার মূল্যবান তৃতীয় মন্তব্য, "আগে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাইভেট কোচিং ছিল অবমাননাকর।"

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম "অতীত" ও 'বর্তমান' নিয়ে এই তিনটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। সুতরাং অতীত ও বর্তমানে শিক্ষাপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে গুণীজনেরা এ "কোচিং ব্যবসায়ের" উৎস খুঁজে পেতে পারেন।

যে যৎকিঞ্চিত ধারণা আমার আছে তাতে মনে হয় শিক্ষাকে ঔপনিবেশিক নাগপাশ থেকে মুক্ত করে যুগোপযোগী ও গতিশীল করার নামে যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে তা সুচিন্তিতভাবে ব্যবসায়িক স্বার্থেই হয়েছে। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের "অতীত" ও "বর্তমান" বিষয়ে মন্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অতীতে তৃতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি বছর কেবলমাত্র বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যের বই বদল হতো। ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অন্য সব বিষয়ের বই থাকতো প্রতি দু বছরের জন্য। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কোন বই বদল হতো না। শিক্ষার্থীরা পুরনো বই যোগাড় করে পড়তো। সপ্তম শ্রেণী থেকে অংকের বই, ইংরেজী, বাংলা ব্যাকরণ, অনুবাদ, রচনা, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি বই দেয়া হতো চার বছরের জন্য। যাদব বাবু বা সোমেস বোসের পাটিগণিতে ১ম শ্রেণী থেকে এবং কেপি বোস বা হল এন্ড স্টিফেনের বীজগণিত ও জ্যামিতিতে ঐচ্ছিক বিষয়াদিসহ দশম শ্রেণী পর্যন্ত সব কিছুই উদাহরণসহ এমনভাবে বর্ণিত থাকতো যে একজন শিক্ষার্থী কারো সাহায্য ছাড়াই মনোযোগ সহকারে পড়ে শিখে নিতে পারতো। এতে অভিভাবকদের প্রতিবছর গাদা গাদা বই কিনতে হতো না। শিক্ষার্থীদেরও প্রয়োজন হতো না কোন গৃহশিক্ষকের। তখন গৃহশিক্ষক রাখা সকলের কাছেই অবমাননাকর বলে বিবেচিত হতো।

জনমত জনমত

বর্তমানের নিয়মে প্রতি বছর বই বদল হয়। নিম্নতর শ্রেণীর পাঠ্য বিষয়ের কোন কিছুই উচ্চতর শ্রেণীর পাঠ্য বইতে থাকে না। একজন শিক্ষার্থী যতই মেধাবী হোক না কেন পেছনে রেখে আসা সব কিছু তার পক্ষে মনে রাখা সম্ভব না। ভুলে যাওয়া বিষয় জানার জন্য পাঠ্যপুস্তকের সহায়তা না পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষকের শরণাপন্ন হতে হয়। তখন শিক্ষকরাই তাদের গৃহশিক্ষক বা কোচিং সেন্টার থেকে জেনে নেয়ার উপদেশ দেন। এখানে দেখা যায়, পাঠ্যপুস্তক তৈরীর মাধ্যমে শিক্ষায় "ব্যবসায়িক কালচার" অনুপ্রবেশ করান হয়েছে।

অতীতে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনায় ছিল প্রতিযোগিতা। পুস্তক প্রণেতা ও প্রকাশকেরা শিক্ষাবছর শেষ হওয়ার আগেই পাঠ্যপুস্তকের "স্পেসিমেন" কপি প্রতি স্কুলে বিতরণ করতো। এর ভেতর থেকেই কোনটা নেয়া হবে তা শিক্ষকরা নির্ধারণ করতেন। এবং বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন নতুন বছরের বইয়ের তালিকা বোর্ডে লিখে দিতেন। দু'একদিনের মধ্যেই শিক্ষার্থীরা বই হাতে পেয়ে যেতো।

বর্তমানের ব্যবস্থায় নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বছরের তিন চার মাস যাওয়ার পরও পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করতে পারেন না। তাড়াহুড়া করে যা সরবরাহ করেন তাও ভুলে ভর্তি বলে সময়ে সময়ে খবরের কাগজে প্রকাশিত চিঠিপত্রের মাধ্যমে জানা যায়। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বিতরণের অধিক অর্থব্যয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের টেকস্টবই পড়ার প্রয়োজন হয় না। অভিজ্ঞ শিক্ষক ও মেধাবী ছাত্রদের তৈরী সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহের উন্নতমানের "উত্তর" মুখস্ত করে পরীক্ষার খাতায় উগরে দিয়ে অনেক বেশী নম্বর পাওয়া যায়। এ অবস্থা "শিক্ষায় ব্যবসায়িক কালচার" অনুপ্রবেশের সহায়ক। নির্ধারিত ৫/৬টি প্রশ্ন রাখার প্রথা চালু থাকলে কোনভাবেই কোচিং সেন্টার বন্ধ করা যাবে না।

এ নীতিও ব্যবসায়িক সার্থে প্রণীত বলে মনে হয়। এতেও শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উল্লিখিত "অভিমত" অনুষ্ঠানের অন্যতম আলোচক সরকারী ল্যাবরেটরী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেছেন যে, শিক্ষার্থীদের সংখ্যাধিক্য ও শিক্ষকের স্বল্পতার কারণে ৩০/৪০ মিনিটের একটি ক্লাসে শিক্ষক-দের পক্ষে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান ও তদারকি সম্ভব হয় না বলেই শিক্ষার্থীরা কোচিং নির্ভর হয়ে পড়েছে। এ বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই এ ব্যবসায়িক পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যসূচীতে যদি অতীতের নিয়ম অনুসরণ করা হতো তবে অনেক শিক্ষার্থীই পাঠ্যপুস্তক থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় জেনে নিতে পারতো। তাদের

উক্ত "অভিমত" অনুষ্ঠানের তৃতীয় আলোচক বর্তমানে একটি কোচিং সেন্টারে সাথে যুক্ত ঢাকা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ উপস্থাপক জনাব জাহাঙ্গীর খানের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, প্রতিটি বিষয়ে ৫/৬টি নির্ধারিত প্রশ্ন থাকে। কোন বছর কোন প্রশ্ন এসেছে তা দেখে কোচিং সেন্টারের একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক সম্ভাব্য প্রশ্নের বিষয়ে প্রায় সঠিক ধারণা শিক্ষার্থীদের দিতে পারেন। এ বক্তব্য থেকে অনুমান করা যায় যে কোচিং সেন্টারে

"অতীত" ও "বর্তমানের" উপরে বর্ণিত পরিস্থিতির প্রেক্ষপটে শিক্ষায় কোচিং প্রথা নিষিদ্ধ করতে হলে শিক্ষা থেকে আগে বিতাড়িত করতে হবে "ব্যবসায়িক কালচার" এবং তা করতে হলে ফিরে যেতে হবে সেই "অতীত" ঔপনিবেশিক নিয়মে।

পরিশেষে বলতে চাই বেতন বাড়ালেই কেউ বাড়তি বা উপরি আয়ের সুযোগ থেকে বিরত থাকে না। বিটিভির একজন পদস্থ কর্মকর্তা এবং ১২-৬-৯৩ তারিখে "অভিমত" অনুষ্ঠনের স্বয়ং উপস্থাপকের লিভার ব্রাদার্সের টিভি বিজ্ঞাপনে উপস্থিতি এর একটি প্রমাণ।

মোহাম্মদ গোলাম মওলা
জুরাইনঢাকা-১২০৪